উজ্জীবিত বাড়ি

আয়, পুষ্টি নিশ্চিতকরণে অগ্রগামী নারী

একটি ইউপিপি-উজ্জীবিত উন্নয়ন উদ্যোগ

উজ্জীবিত বাড়ি

আয়, পুষ্টি নিশ্চিতকরণে অগ্রগামী নারী

উজ্জীবিত বাড়ি

আয়, পুষ্টি নিশ্চিতকরণে অগ্রগামী নারী

প্রকাশকাল
মার্চ ২০১৯

উপদেশক
জনাব গোলাম তৌহিদ
জনাব একিউএম গোলাম মাওলা

সম্পাদনা
ড.একেএম নুরুজ্জামান
জনাব মোঃ আশরাফুল হক
জনাব একেএম জহিরুল হক

সংকলনে
জনাব মোঃ আলাউদ্দিন আহমেদ

সহযোগিতায়
জনাব ম. মাহবুবুর রহমান ভূইঁয়া
জনাব আহমেদ মাহমুদুর রহমান খান
ডাঃ মোঃ ফয়জুল তারিক চৌধুরী

প্রকাশনায়
ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্প
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

ডিজাইন ও মুদ্রণ
নেটপার্ক

আর্থিক সহযোগিতায়
ইউরোপীয় ইউনিয়ন

Disclaimer

"উজ্জীবিত বাড়ি ঃ আয়, পুষ্টি নিশ্চিতকরণে আগ্রগামী নারী" বিষয়ক এই প্রকাশনাটি ইউরোপীয় ইউনিয়ন এর আর্থিক সহায়তায় পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) কর্তৃক প্রস্তুতকৃত এবং প্রকাশিত। এ প্রকাশনার বিষয়বস্তুর বিষয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এর কোন মতামত প্রদর্শন করে না।

অনুক্রমনিকা

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্প	০৫
২	উজ্জীবিত বাড়ি	০৬
৩	উজ্জীবিত বাড়ির প্রয়োজনীয়তা	০৭
৪	উজ্জীবিত বাড়ি সৃজনে করণীয়	০৮
৫	সংস্থাভিত্তিক উজ্জীবিত বাড়ি অনুদান এবং মডেল আইজিএ এর সংখ্যা	১৫
৬	গৃহ আঙ্গিনা	১৭
৭	চ্যালেঞ্জসমূহ	২৪
৮	সুপারিশমালা	২৪

প্রকাশনা অনুবন্ধী

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) উন্নয়ন সহযোগী ইউরোপীয় ইউনিয়ন এর আর্থিক সহযোগীতায় “Food Security 2012 Bangladesh-Ujjibito” প্রকল্পভুক্ত ইউপিপি-উজ্জীবিত কম্পোনেন্ট বাস্তবায়ন করছে। ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের কার্যক্রম রাজশাহী, বরিশাল ও খুলনা বিভাগের সকল ইউনিয়ন ও সমুদ্র উপকূলবর্তী লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার সকল ইউনিয়নসহ মোট ১,৭২৪ টি ইউনিয়নের মোট ৩.২৫ লক্ষ ইউপিপি ও আরইআরএমপি-২ সদস্যদের নিয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। পিকেএসএফ ৩৬টি নির্বাচিত সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে অতিদরিদ্র সদস্যদের দক্ষতা ও সামর্থ্য উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পে কৃষি ও প্রাণিসম্পদভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সদস্যদের কারিগরি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে মোট ১৯০ জন ডিপ্লোমা কৃষিবিদ প্রোগ্রাম অফিসার (টেকনিক্যাল) হিসেবে কর্মরত রয়েছে। অতিদরিদ্র সদস্য কর্তৃক লাগসই কৃষি ও প্রাণিসম্পদভিত্তিক আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে প্রোগ্রাম অফিসার (টেকনিক্যাল) নিয়মিত সদস্যের বাড়ি পরিদর্শন করে এই বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেন এবং বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ডে গুনগতমান নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন কারিগরি পরামর্শ প্রদান করেন। প্রকল্পের বিদ্যমান অন্যান্য পরিষেবা কাজে লাগিয়ে সদস্য কর্তৃক এক সঙ্গে ৫টি আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড (আইজিএ) বাস্তবায়িত হলে এই বাড়িকে ‘উজ্জীবিত বাড়ি’ বলা হয়। প্রকল্পের আওতায় অনুদান এবং অনুদান ব্যতীত উজ্জীবিত বাড়ি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে, সদস্যভিত্তিক বাস্তবায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনে এবং প্রকল্পের মধ্য মেয়াদী মূল্যায়নে অতিদরিদ্র সদস্যদের টেকসই উন্নয়নে ‘উজ্জীবিত বাড়ি’ সহায়ক ভূমিকা রাখছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এছাড়া, উজ্জীবিত বাড়ি সদস্যদের পরিবারের পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি আয় বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে। প্রকল্পের এই সফলতা অর্জনে সকল অংশীজনের সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

প্রকাশনাটি প্রকাশে পিকেএসএফ এর ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পে কর্মরত সকলের সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষ করে ড. একেএম নুরুজ্জামান, মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) এর সার্বক্ষণিক অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতার ফসল এই প্রকাশনাটি। সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের সহযোগিতা, পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদানের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। পরবর্তীতে এই প্রকাশনাটি অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয়বর্ধনে এবং সমজাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আশা করছি।

ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্প

টেকসইভাবে বাংলাদেশে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য হ্রাস করার লক্ষ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় নভেম্বর ২০১৩ হতে "Food Security 2012 Bangladesh-Ujjibito" প্রকল্প শুরু হয়েছে যা এপ্রিল ২০১৯ এ শেষ হবে। প্রকল্পটি পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ (LGED) যৌথভাবে বাস্তবায়ন করছে। এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত অংশের নাম Rural Employment and Road Maintenance Programme-2 (RERMP-2) এবং পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত অংশের নাম Ultra Poor Programme (UPP)-Ujjibito।

প্রকল্পভুক্ত ইউপিপি-উজ্জীবিত কম্পোনেন্টটি বরিশাল, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের সকল ইউনিয়ন এবং চট্টগ্রাম বিভাগের লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার উপকূলবর্তী উপজেলাসমূহের সকল ইউনিয়নসহ মোট ১,৭২৪টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। কর্মএলাকায় বসবাসরত প্রায় ৩.২৫ লক্ষ নারী-প্রধান এবং অতিনাজুক অতিদরিদ্র খানাকে চরম দারিদ্র্য অবস্থা থেকে টেকসইভাবে প্রাগ্রসর করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ ৩৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ইউপিপি-উজ্জীবিত কম্পোনেন্টটি বাস্তবায়ন করছে।

কাঙ্খিত ফলাফল ও গৃহিত কার্যক্রম

ফলাফল ১: ১,০০,০০০ অতিদরিদ্র নারী সদস্য এবং তাদের খানার মানসম্মত জীবনযাপনের অবলম্বন/উপায় সৃষ্টি হবে।

i) ১,০০,০০০ সদস্যের আয় ও ব্যবসায়িক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষিজ খাতে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।

ii) ১৫,০০০ নারী সদস্যকে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে অ-কৃষিজ খাতে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।

iii) অতিদরিদ্র খানার ১,০০০ জন যুবক/যুবতীকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।

ফলাফল ২: ৩,২৫,০০০ অতিদরিদ্র নারী সদস্য এবং তাদের খানার স্বাস্থ্য ও পুষ্টির টেকসই উন্নয়ন হবে।

i) লক্ষ্যভুক্ত ৩.২৫ লক্ষ অতিদরিদ্র পরিবারকে পুষ্টিজ্ঞান, বসতভিটায় সবজি চাষ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত পরামর্শ প্রদান।

ii) কিশোরী (১২-১৮ বছর বয়সী), নববিবাহিতা, গর্ভবতী এবং প্রসূতি মায়েদের পুষ্টিজ্ঞান ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন প্রদান।

iii) চরম পুষ্টিহীনতায় আক্রান্ত অনুর্ধ্ব ৫ বছরের ২০-২৫ হাজার শিশু এবং গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের চিহ্নিতকরণ এবং স্থানীয় সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বা হাসপাতালে রেফারেলের ব্যবস্থা করা।

ফলাফল ৩: ৩,২৫,০০০ অতিদরিদ্র নারী সদস্যের ক্ষমতায়ন এবং তাদের খানার সদস্যদের সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে।

i) লক্ষ্যভুক্ত ৩.২৫ লক্ষ অতিদরিদ্র পরিবারের জন্য বিভিন্ন ধরনের সামাজিক বিষয়ের ওপর সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা।

ii) শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকরণের লক্ষ্যে তাদেরকে স্কুলে পাঠাতে অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধ করা।

iii) অধিকার, সম্পদের অভিগম্যতা, অতিদরিদ্র বিশেষ করে নারীর সংগ্রাম ও সাফল্য ইত্যাদি বিষয়ে অতিদরিদ্র সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কমিউনিটিভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করা।

উজ্জীবিত বাড়ি

ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের ফলাফল ১ ও ২ এর লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে অতিদরিদ্র নারী সদস্য এবং তাদের খানার মানসম্মত জীবনযাপনের (decent standard of living) অবলম্বন/উপায় এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টির টেকসই উন্নয়নে বিশেষ করে অতিদরিদ্র পরিবারকে পুষ্টিজ্ঞান, বসতভিটায় সবজি চাষ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য 'উজ্জীবিত বাড়ি' তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি নারীর কর্মসংস্থান এবং বাড়তি আয় নিশ্চিতকরণে 'উজ্জীবিত বাড়ি' তৈরি করা হয়। প্রকল্পের আওতায় অনুদানের মাধ্যমে ৩৫৪ টি 'উজ্জীবিত বাড়ি' এবং ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে ৩৩,৩৪৭টি মডেল আইজিএ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

'কোন জায়গা ফেলে রেখে নয়' - একটি বসতবাড়ির সকল জায়গা এবং বিদ্যমান সুযোগ কাজে লাগিয়ে সম্ভাব্য সকল ধরনের ফসল, প্রাণি ও মৎস্য খাতের বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের মাধ্যমে বসতবাড়িকে উৎপাদনশীল করাই উজ্জীবিত বাড়ির লক্ষ্য। একটি পরিবারের প্রয়োজনীয় প্রায় সকল সবজি, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ঔষধি উপকরণ ইত্যাদি বসতবাড়িতে উৎপাদন করা সম্ভব হবে। ফলে একদিকে যেমন পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা যাবে অন্যদিকে বাড়তি আয়ের সংস্থান তৈরি হবে, হবে নারীর কর্মসংস্থান। বাড়িতে থেকেই অতিরিক্ত অর্থ আয় করা সম্ভব হবে। ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতাভুক্ত সদস্যের একটি বাড়িতে ন্যূনতম ৫টি আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হলে ঐ বাড়ির নামকরণ করা হয় উজ্জীবিত বাড়ি।

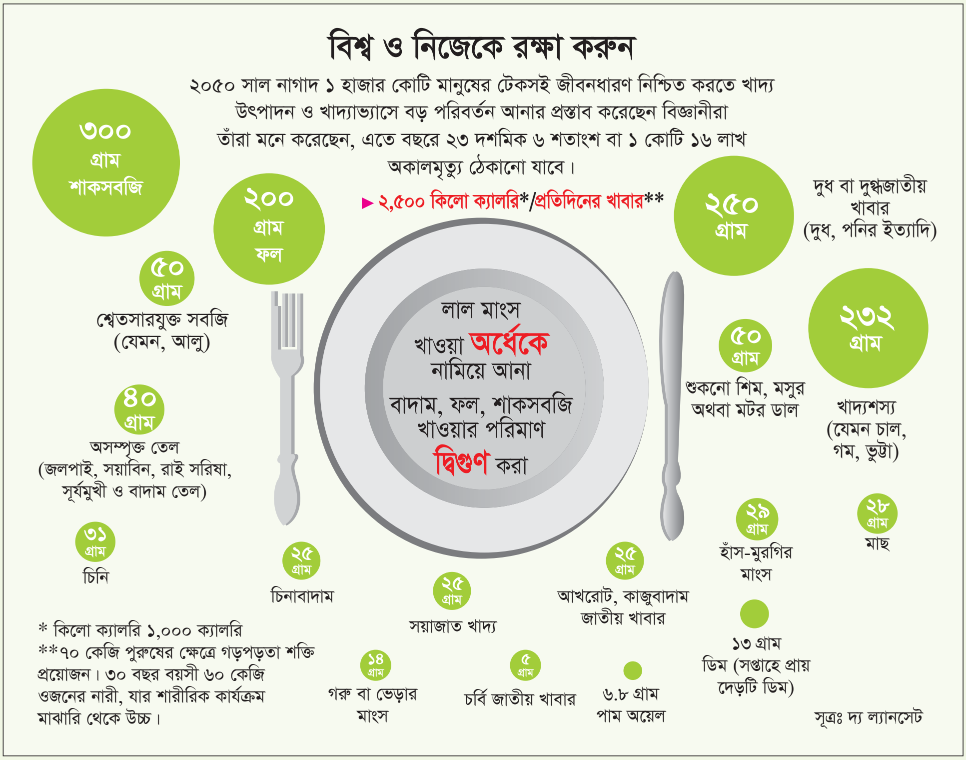

উজ্জীবিত বাড়ির প্রয়োজনীয়তা

আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ‘ল্যানসেট’ এর তথ্য অনুযায়ী একজন ব্যক্তির দৈনিক শাকসবজি ৩০০ গ্রাম, ফল ২০০ গ্রাম, শ্বেতসারযুক্ত সবজি (আলু) ৫০ গ্রাম, তেল ৪০ গ্রাম, চিনি ৩১ গ্রাম, দুধ বা দুধ জাতীয় খাবার ২৫০ গ্রাম, শুকনো শিম, মসুর বা মটর ডাল ৫০ গ্রাম, খাদ্যশস্য (চাল, গম) ২৩২ গ্রাম, হাঁস-মুরগির মাংস ২৯ গ্রাম, মাছ ২৮ গ্রাম, ডিম ১৩ গ্রাম, পাম তেল ৬.৮ গ্রাম, চিনাবাদাম ২৫ গ্রাম মিলে মোট ২৫০০ ক্যালরি খাবার গ্রহণ করা প্রয়োজন। কিন্তু অসচেতনতা, অজ্ঞতা, দারিদ্র্যতা, সরবরাহ কম থাকা ইত্যাদি কারণে আমরা এ পরিমাণ খাবার গ্রহণ করতে পারি না। অথচ খুব সহজে এবং অল্প পরিশ্রমে নিজের বসতবাড়িতে সবজি উৎপাদন করে সবজির চাহিদা এবং হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল পালন করে সুষম খাবারের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। বিজ্ঞানীদের মতে স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ না করলে মানবিক বিপর্যয় ঘটতে পারে।

উজ্জীবিত বাড়ি	
উ	পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ
জ্জী	বসতবাড়ির পতিত জমির সর্বোত্তম ব্যহারের মাধ্যমে বাড়তি অর্থ উপার্জন
বি	পরিবারের বেকার কর্মক্ষম সদস্যদের কর্মসংস্থানের সুযোগ
ত বা	ছেলেমেয়েদের কৃষি বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি
ড়ি	বাড়ির সৌন্দর্য্য বর্ধন এবং দৃষ্টিনন্দন বাড়ি

উজ্জীবিত বাড়ি সৃজনে করণীয়

সবজি চাষের জন্য কম্পোস্ট বা কেঁচো সার উৎপাদন

বসতবাড়িতে সবজি চাষে কম্পোস্ট বা কেঁচো সার ব্যবহারের লক্ষ্যে বাড়িতেই তা তৈরি করা যায়। তাতে একদিকে যেমন উৎপাদন খরচ কমে আবার বিষমুক্ত নিরাপদ সবজি পাওয়া যায়। বসতবাড়ির উচ্ছিষ্ট বিভিন্ন আবর্জনা পঁচিয়ে কম্পোস্ট সার তৈরি করা যায়। বাড়িতে গরু থাকলে সহজেই কেঁচো সার উৎপাদন করা যায়।

গর্ত পদ্ধতিতে কম্পোস্ট তৈরি

প্রথমে ৬ ফুট লম্বা, ৩ ফুট প্রস্থ এবং ৩ ফুট গভীর মাপের ২ টি গর্ত তৈরি করতে হবে। কম্পোস্ট তৈরির উপকরণের প্রাপ্যতার ওপর গর্তের পরিমাপ ছোট বড় হতে পারে। প্রথমে ৮-৯ ইঞ্চি পুরু করে আবর্জনা, তারপর ২ ইঞ্চি পুরু করে গোবর এবং ১ ইঞ্চি পুরু করে ভালো মাটি এবং দুই মুঠো ছাই পরপর বিছিয়ে দিতে হবে। প্রতি স্তরে কিছু পরিমাণ শামুক/ডিমের খোসা ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রতি স্তর তৈরি শেষে হালকা পানি ছিটিয়ে দিতে হবে। গর্ত পূর্ণ হওয়ার পর কলা পাতা দিয়ে ওপরে ঢেকে দিতে হবে। পঁচন ক্রিয়া সম্পন্ন করতে সমস্ত উপকরণ উলট পালট করে দিতে হবে। তিন মাসের মধ্যেই এ পদ্ধতিতে কম্পোস্ট তৈরি হয়ে যায়। কম্পোস্ট প্রস্তুত হলে তা কালচে এবং ঝুরঝুরা দেখায় এবং কোন দুর্গন্ধ থাকে না। তবে কোন কোন সময় সামান্য দুর্গন্ধ হতে পারে।

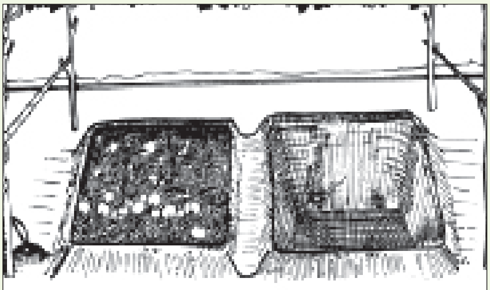

গর্তে রাখা সদ্য সংগৃহীত কম্পোস্ট উপকরণ খালি গর্ত

পরিবেশবান্ধব কেঁচো সার ব্যবহার

কেঁচো সার গাছের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সঠিক মাত্রায় সরবরাহের মাধ্যমে গাছের বৃদ্ধি এবং মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করায় পানি সেচের চাহিদা কমায়। অল্প পুঁজি এবং সহজ প্রযুক্তি হওয়ায় সদস্যরা বাড়িতেই কেঁচো সার তৈরি করতে পারে। কেঁচো সার তৈরিতে প্রয়োজনীয় উপকরণ হচ্ছে গ্যাসমুক্ত গোবর, নির্দিষ্ট প্রজাতির কেঁচো, একটি স্যানিটারি রিং/চাড়ি, নেট ও চটের বস্তা। কাঁচা গোবর ১০-১৫ দিন রেখে দিয়ে ওলট পালট করে গ্যাসমুক্ত করা হয়। গ্যাসমুক্ত গোবর রিং বা চাড়িতে ভরে তাতে নির্দিষ্ট প্রজাতির গোবর খাদক কেঁচো ছেড়ে দিতে হবে। কেঁচো গোবর খেয়ে যে মল ত্যাগ করে তাই কেঁচো সার। কেঁচো সার দেখতে ঝুরঝুরে চা পাতার মতো। এক মাসের মধ্যেই কেঁচো সার তৈরি হয়ে যায় এবং চাড়ির ওপরে জমা হয়। চাড়ির ওপরে জমাকৃত সার সংরক্ষণ করে পরবর্তীতে ব্যবহার করা যায়।

বেড পদ্ধতিতে সবজি চাষ

বসতবাড়ির যে জায়গায় দিনের বেশির ভাগ সময় রোদ লাগে এমন জায়গা নিবিড় সবজি আবাদের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী। আংগিনায় আলো আসার পথে বাধা দেওয়া বাড়ির আশেপাশের বড় গাছের ডালপালা ছেঁটে দিতে হবে। ভবিষ্যতে বড় হয়ে ছায়া সৃষ্টি করতে পারে এমন গাছও জন্মাতে দেওয়া যাবে না।

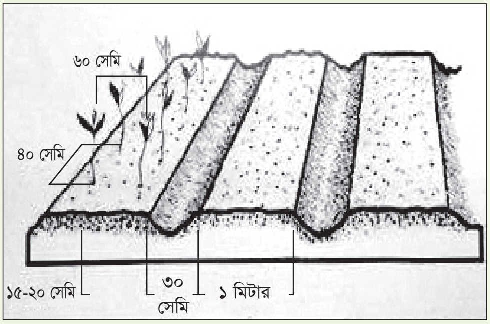

বাগানের জমি, বেড ও নালা তৈরি

বাগানের জন্য চিহ্নিত জায়গার আবর্জনা পরিষ্কার করে নিতে হবে। কোদাল দিয়ে ভালভাবে মাটি উল্টিয়ে পাল্টিয়ে ঝুরঝুরা করতে হবে। মাটির কাঁকড়, সুরকি, পাথর, গাছের গুড়ি বা শক্ত কিছু থাকলে তা সরিয়ে ফেলতে হবে। বসতবাড়িতে ব্যবহৃত আবর্জনার তৈরি কম্পোস্ট বা কেঁচো সার বা পঁচা গোবর ব্যবহারে ভাল ফল পাওয়া যায়। বাড়ির মাটিতে বালির পরিমাণ বেশি হলে বাহির থেকে দোঁআশ মাটি এনে বেড তৈরি করতে হবে। সবজি ফসলের অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা, পানি সেচ ও নিষ্কাশণ সুবিধার জন্য বেডের আকার হবে উচ্চতা ঃ ১৫-২০ সেমি উঁচু (আধা হাত), চওড়া ঃ ১০০-১২০ সেমি (২-৩ হাত), দৈর্ঘ্য ঃ পরিমাণ মতো বা জমির আকারের ওপর নির্ভরশীল এবং নালা ঃ পাশাপাশি দুইটি বেডের মাঝে ২৫-৩০ সেমি (পৌনে ১ হাত)। নালার গভীরতা আধা হাত হতে হবে।

বেডে সারিবদ্ধভাবে সবজি লাগানো

বেডে সারিবদ্ধভাবে (লাইনে) বীজ বা চারা বপন বা রোপণ করতে হবে। সারিতে লাগানো হলে সবগুলো গাছ সমান জায়গা ও পুষ্টি পাবে। বৃষ্টির পানি সহজে নিষ্কাশন হলে ক্ষতির পরিমাণ অনেক কমে যাবে। নিড়ানী দেয়া এবং চলাফেরা করা সহজ হবে। একটি সবজি ফসল শেষ হবার পূর্বেই অন্য একটি সবজির বীজ দুই সারির মাঝে লাগিয়ে কোন বিরতি না দিয়ে সব সময় বেডে সবজি উৎপাদন করা যাবে।

বাগানের বেড়া তৈরি

বসতবাড়িতে সবজি চাষ করতে বাগানের চারদিকে শক্ত একটি বেড়া দিতে হবে। বসতবাড়িতে গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি অথবা শিশুদের ক্ষতি হতে বাগান সুরক্ষার জন্য ৪ ফুট উঁচু বেড়া দিতে হয়। এক্ষেত্রে, জীবন্ত বেড়াও দেয়া যেতে পারে। ঢেঁড়শ, অরহর, ধইঞ্চা, সজনে, জিগা ইত্যাদি গাছ জীবন্ত বেড়া হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

সবজি বিন্যাস

সবজি বাগানের ন্যূনতম তিনটি বেড এবং বসতবাড়ির অন্যান্য জায়গার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে বছরব্যাপী সবজি উৎপাদনের জন্য নিম্নে বর্ণিত সবজি বিন্যাস অনুসরণ করা যেতে পারে।

ক্রম	স্থান	বসতবাড়ির উপযোগী সবজি বিন্যাস			
		বেড নং	রবি মৌসুম	খরিপ-১ মৌসুম	খরিপ-২ মৌসুম
১	রৌদ্রজ্জল উন্মুক্ত জমি	বেড ১:	গাজর/পেঁয়াজ/রসুন	লালশাক/পাটশাক/ডাটাশাক	পুঁইশাক
		বেড ২:	বাঁধাকপি/পালংশাক	বেগুন/মরিচ	লালশাক/গীমাকলমি
		বেড ৩:	টমেটো/আলু/বেগুন	গীমাকলমি	ধনিয়া/ঢেঁড়শ/মরিচ
২	ঘরের চাল		লাউ	মিষ্টি কুমড়া	চাল কুমড়া
৩	মাচায়		লাউ	মিষ্টি কুমড়া	চাল কুমড়া
৪	বেড়ায়		গজ করলা	বরবটি	করল্লা
৫	আংশিক ছায়াযুক্ত স্থান			মৌলভী কচু/আদা/হলুদ	
৬	অফলা গাছ		গাছ আলু/সীম	ঝিংগা	ধুন্দুল
৭	স্যাঁতেস্যাঁতে স্থান		পানিকচু		
৮	বাড়ির পিছনে পরিত্যাক্ত স্থান			কাঁচাকলা/সজনে	
৯	বাড়ির সীমানা		পেঁপেঁ/পেয়ারা/লেবু		

মাচায় লতা জাতীয় সবজি চাষ

লতা জাতীয় সবজি মাচা তৈরি করে বা ঘরের চালে পাটকাঠি, ধৈঞ্চা ও বাঁশের কঞ্চি ব্যবহার করে চাষ করা যায়। এছাড়া, গাছের কাঁটা ডালকে প্রায় সব রকমের সবজির বাউনি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। উন্নত বীজ বা কন্দ স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করতে হবে। প্রতিটি মাদায় ৪-৬ টি বীজ বপন করে ২টি সবল চারা রাখলেই যথেষ্ট। যেকোন ধরনের কম্পোস্ট, টিএসপি ও এমওপি সার মাদার মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে ৩-৪ দিন রেখে দিয়ে তারপর বীজ লাগানো উচিত। পরবর্তীতে প্রয়োজনে ইউরিয়া বা কেঁচো সার ২-৩ বার ওপরি প্রয়োগ করতে হবে।

বসতবাড়ির ছায়াযুক্ত স্থানে মসলা ফসলের আবাদ

বসতবাড়ির আংগিনায় ছায়াযুক্ত স্থানের ফসল হিসেবে আদা ও হলুদ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। মার্চ থেকে এপ্রিল পর্যন্ত এসব ফসল চাষ করা যায়। হলুদের অনুমোদিত জাত হচ্ছে ডিমলা ও সিন্দুরী। প্রতি শতকে ৮-১০ কেজি আদা ও হলুদ বীজের কন্দ লাগাতে হয়। হলুদ ৫০*২৫ সেমি এবং আদা ৩০*২০ সেমি দূরত্বে সারিতে লাগাতে হয়। বীজ লাগানোর আগে জমি ভালভাবে তৈরি করে নিতে হবে। ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে ফসল সংগ্রহ করা যায়।

সর্জান বা কান্দি পদ্ধতি

উপকূলীয় অঞ্চলে জোয়ার ভাটার কারণে প্রতিদিন বসতবাড়ি সংলগ্ন আঙ্গিনা পানিতে ডুবে যায় ফলে ফসল চাষ করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে, নালা/ড্রেন/কান্দি পদ্ধতিতে আইল উচুঁ করে আইলে সবজি এবং নালায় মাছ চাষ করা যায়। তাছাড়া, নালার ওপরে মাচা করে মাচায়ও সবজি চাষ করা যায়। কান্দিতে বৃষ্টির পানি জমে না এবং নিচের নালায় পানি থাকায় প্রয়োজনে পানি সেচ প্রদান করা সহজ। সর্জান বা কান্দি পদ্ধতিতে সবজির উৎপাদন ভাল হয়।

পারিবারিক নার্সারি স্থাপন

বসতবাড়িতে ছোট আকারের সবজি ও বিভিন্ন ফলের গাছের নার্সারি স্থাপন করে বাড়তি আয় করা সম্ভব। মহিলারাও বাড়িতে খুব সহজে নার্সারি স্থাপন করতে পারে। পেঁপেঁ, পেয়ারা, সুপারি, নারিকেল, কাঁঠাল, আম, লেবু ইত্যাদি ফল এবং লাউ, কুমড়া, বেগুন, মরিচ. ফুলকপি, বাধাকপি, টমেটো ইত্যাদি সবজি বসতবাড়িতে বেড বা কোকো মিডিয়ায় বা পলিব্যাগে উৎপাদন করে বিক্রি করা করা যায়। নার্সারিতে সবজি, ফলজ, বনজ ও ভেষজ প্রজাতির গাছের চারা রাখলে সারা বছরব্যাপী আয় করা সম্ভব হয়। নার্সারি সাধারণত রৌদ্রজ্জ্বল জায়গায় করতে হয়।

টব/বালতি/বোতল/খুঁটিতে সবজি চাষ

অতিদরিদ্র সদস্যদের অনেকের সবজি চাষের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা নেই। ঘরের বেড়ায় পানি বা তেলের পুরাতন বোতল টানিয়ে অথবা ঘরের সিঁড়িতে টব/বালতিতে অথবা খুঁটিতে সবজি চাষাবাদ করা যেতে পারে। যেসব গাছের মূল ছোট এবং গুচ্ছাকৃতির তা বোতলে চাষ করা যায়। যেমন কামরাঙ্গা মরিচ, পুঁই শাক, বিলাতি ধনিয়া, পুদিনা, থানকুনি ইত্যাদি। টব বা বালতির ওপরে দুই ইঞ্চি পরিমাণ ফাঁকা রেখে পঁচা গোবর বা কেঁচো সারের এবং মাটির মিশ্রণ দিয়ে ভরে দিতে হবে। ভাল নার্সারি হতে চারা সংগ্রহ করে টব বা বালতিতে চারা রোপন করতে হবে।

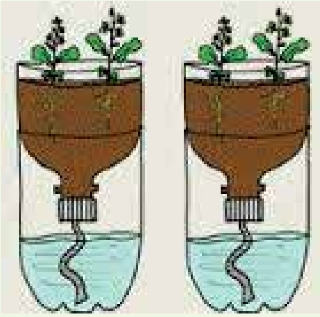

টব বা বালতি ব্যবস্থাপনা

টব বা বালতির নিচে একটি বা একাধিক ছিদ্র করতে হবে। মৌসুম শেষে বা একটি সবজি আবাদ শেষ হলে টব বা বালতির সব মাটি পরিবর্তন করে নতুন করে মাটি ভর্তি করতে হবে। নিয়মিত পানি সেচ ও মাঝে মাঝে কেঁচো সার ব্যবহার করলে পুদিনা পাতার বৃদ্ধি ভাল হয়।

মাচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালন

ছাগলকে গরিবের গাভী বলা হয়ে থাকে। অতিদরিদ্র সদস্যদের জন্য ছাগল/ভেড়া পালন একটি লাভজনক আইজিএ। অনেকে দু'একটি ছাগল/ভেড়া পালন করলেও মাচা পদ্ধতিতে একসঙ্গে ৪টি ছাগল/ভেড়া পালন করে না। ফলে ছাগল/ভেড়ার রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং আর্থিকভাবেও খুব একটা লাভবান হয় না। একসঙ্গে ৪টি মা ছাগল/ভেড়া বিশিষ্ট একটি খামার অতিদরিদ্র খানার টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এ ধরনের খামারের মাধ্যমে মাত্র দুই বছরের মধ্যেই সদস্যকে একটি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তায় পরিণত করা সম্ভব।

ছাগলের মাচা তৈরি

কমপক্ষে ৬ হাত দৈর্ঘ্য ও ৪ হাত প্রস্থের একটি মাচা বাঁশ/কাঠ দিয়ে তৈরি করতে হবে। মাচার চারদিকে বেড়া এবং মাচায় উঠার জন্য একটি সিঁড়ি থাকতে হবে। মাচার পাটাতনে প্রতিটি বাঁশের ফালির মধ্যে এক আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁকা থাকতে হবে। মাটি থেকে মাচার উচ্চতা হবে ১.৫-৩ ফুট। ছাগল/ভেড়ার ঘরে আলো বাতাসের ব্যবস্থা থাকতে হবে। ছাগল/ভেড়াকে নিয়মিত টিকা প্রদান ও কৃমিনাশক বড়ি খাওয়াতে হবে। কাঁচা ঘাসের সাথে প্রয়োজনমাফিক দানাদার খাওয়ালে ছাগলের বৃদ্ধি ভাল হয়।

গাভী পালন

গাভী পালন অতিদরিদ্র সদস্যদের জন্য লাভজনক আইজিএ। বসতবাড়িতে প্রয়োজনীয় বাসস্থানের ব্যবস্থা করে গাভী পালন করা যায়। কাঁচা ঘাসের সাথে প্রয়োজনীয় দানাদার খাবার খাওয়ালে দুধ বেশি পাওয়া যায়। গাভীকে খোলামেলা জায়গায় রাখলে এবং নিয়মিত হাঁটা চলার সুযোগ প্রদান করা হলে প্রতিবছরই গাভী থেকে বাচ্চা পাওয়া যায়। ঋণের টাকায় গাভী ক্রয় করে দুধ বিক্রি করে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করা যায়। এভাবে বছর শেষে মূল্যবান সম্পদের মালিক হওয়া সম্ভব। বসতবাড়ির ফাঁকা জায়গার প্রয়োজনে উচ্চ ফলনশীল জাতের ঘাস চাষ করা যেতে পারে।

গাভী পালনে ডে শেল্টার

গাভী প্রতিবছর একটি করে বাচ্চা প্রসব না করলে তা থেকে ভাল আয় হয় না। গাভীকে পরিমিত হাঁটা চলার সুযোগ করে দিলে গাভী প্রতিবছর নির্দিষ্ট সময়ে গরম হয়। বসতবাড়ির স্বল্প জায়গার চারদিক বাঁশ দিয়ে আবদ্ধ করে তাতে গরুকে উন্মুক্ত করে দিতে হয়। একটি চাড়িতে খাবার ও একটি আলাদা চাড়িতে নিয়মিত খাবার পানি সরবরাহ করতে হয়। ফলে গাভী প্রয়োজনমত খাবার ও পানি পান করতে পারে। এভাবে ডে শেল্টারে দিনের বেলায় গাভীকে পালন করলে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়।

প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণ

গরু মোটাতাজাকরণ বলতে ৩-৪ মাসে পরিকল্পিতভাবে খাদ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গরুর মাংস ও চর্বি বৃদ্ধি করে বাজারজাত করানোকে বুঝায়। এক্ষেত্রে, সাধারণত নিরোগ অথচ খাদ্যাভাবে তুলনামূলক কম স্বাস্থ্যবান, বাড়ন্ত বা বয়স্ক গরু নির্বাচন করা হয়। একজন সদস্য এর মাধ্যমে তার আয়বৃদ্ধিসহ কর্মসংস্থানের সুযোগ পেতে পারেন। গরু মোটাতাজাকরণে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিতে হয়, যেমন- ১) স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান নির্মাণ, ২) উপযুক্ত জাত ও ধরন অনুসারে গরু নির্বাচন ও ক্রয়, ৩) কৃমি মুক্তকরণ, ৪) সুষম খাদ্য সরবরাহ ৫) রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা। রোগে আক্রান্ত গরুকে অবশ্যই আলাদা করে চিকিৎসা দিতে হবে।

গরু মোটাতাজাকরণে ইউএমএস

গরু মোটাতাজাকরণে গরুর খাদ্য হিসাবে ইউএমএস সর্বোৎকৃষ্ট। ইউরিয়া, মোলাসেস ও খড় এর উপযুক্ত আনুপাতিক মিশ্রণকে ইউএমএস বলে। এই মিশ্রণটি শুকনা খড়ের পরিবর্তে প্রতিদিন গরুকে খাওয়ানো যায়। ১০ কেজি ইউএমএস তৈরিতে ইউরিয়া ৩০০ গ্রাম, মোলাসেস ২.২ কেজি, পানি ৬ কেজি ও শুকনো খড় ১০ কেজি হতে হবে। এই অনুপাত কম বেশি করা যাবে না।

ইউএমএস প্রস্তুত পদ্ধতি

প্রথমে খড়, ইউরিয়া, মোলাসেস ও পানি সঠিক পরিমাণে মেপে নিতে হবে। খড়কে ৩-৪ ইঞ্চি করে কেটে নিতে হবে। এরপর ইউরিয়া ও মোলাসেস পরিমাণ মত মিশিয়ে পানি দিয়ে দ্রবণ তৈরি করতে হবে। কেটে নেয়া খড়গুলোকে পরিষ্কার পাকা মেঝে বা পলিথিনের ওপর বিছাতে হবে। এরপর দ্রবণটি খড়ের ওপর ছিটিয়ে দিতে হবে এমনভাবে যেন খড়গুলো সমস্ত দ্রবণ চুষে নেয়। তৈরিকৃত খাবার ১ ঘন্টা পর পরিবেশন করা যাবে এবং ২ দিনের বেশি রাখা যাবে না।

কবুতর পালন

কবুতর পরিবারের পুষ্টি সরবরাহ, সমৃদ্ধি, শোভাবর্ধনকারী এবং বিকল্প আয়ের উৎস হিসাবে পালন করা হয়। এদের সুষ্ঠু পরিচর্যা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সঠিকভাবে প্রতিপালন করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা যায়। ঘরে সাথে খোপ বা আলাদা কবুতরের ঘর তৈরি করে অল্প খরচে বসতবাড়িতে কবুতর পালন করা যায়। কবুতর পালনে খরচও তুলনামূলক কম হয়।

আধা নিবিড় পদ্ধতিতে দেশি মুরগি/হাঁস পালন

সনাতন পদ্ধতির কিছুটা উন্নয়ন ঘটিয়ে দেশি মুরগি/হাঁস পালন করে বেশি লাভ করা যায়। অল্প জায়গায় অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করতে তিনতলা ঘর তৈরি করা যায়। বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে বিভিন্ন বয়সী মুরগি/হাঁস রেখে পালন করা হয়।

- ঘরটি তিনতলা বিশিষ্ট হবে। ঘরটি কমপক্ষে আট ফুট দৈর্ঘ্য, চার ফুট চওড়া ও ছয় ফুট উঁচু হবে। ১ম তলায় ২টি এবং ২য় ও ৩য় তলায় ৩টি করে মোট ৮টি ছোট কক্ষ থাকবে। প্রতিটি কক্ষের আলাদা দরজা থাকতে হবে।
- ঘরটি মাটি থেকে এক ফুট উঁচুতে হতে হবে। প্রথম তলার উচ্চতা হবে ২ ফুট এবং ২য় ও ৩য় তলার উচ্চতা হবে ১.৫ ফুট করে। অর্থাৎ ঘরের মোট উচ্চতা কমপক্ষে ছয় ফুট হতে হবে।
- ঘর বাঁশ বা কাঠ দিয়ে তৈরি করা যেতে পারে। নিচের পাটাতনে বাঁশ বা কাঠের ফালির মধ্যে এক আঙ্গুলের কম ফাঁকা রাখতে হবে। ওপরের পাটাতনে চটের বস্তা দিয়ে বাচ্চা মুরগি/হাঁস রাখা যায়। ঘরের চালা খড়/গোলপাতা/টিন দিয়ে দেয়া যেতে পারে। টিন দিয়ে চালা তৈরি করতে টিনের নিচে বাঁশের চাটাই ব্যবহার করতে হবে।

সংস্থাভিত্তিক উজ্জীবিত বাড়ি অনুদান এবং মডেল আইজিএ এর সংখ্যা

ক্রম	সহযোগী সংস্থা	উজ্জীবিত বাড়ি	ঋণের মাধ্যমে মডেল আইজিএ বাস্তবায়ন	
			ইউপিপি	আরইআরএমপি-২
১	টিএমএসএস	৫৯	৪৪৭৭	৪৫
২	জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন	৪০	২৬৯৫	৪৫
৩	উদ্দীপন	৬০	৩১৫০	১৯
৪	ওয়েভ ফাউন্ডেশন	২৪	২১৬২	০
৫	আদ্ব-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার	১০	৪৩১৩	০
৬	ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)	১৮	১২৮৮	৫৮
৭	রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ)	১০	৮২৭	০
৮	রির্সোস ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)	১৮	১০৫৩	১
৯	জাকস ফাউন্ডেশন	৮	১০৮৭	৫
১০	নওয়াবেঁকী গণমূখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ)	৮	৯০১	৭৯
১১	সংগঠিত গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী (সংগ্রাম)	৩	৪১২	০
১২	কোস্ট ট্রাস্ট	৪	৯০২	০
১৩	কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (কোডেক)	৩	৯৭৮	০
১৪	ইকো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)	৬	৮৩২	০
১৫	ডাক দিয়ে যাই	৪	৬৩৫	০
১৬	দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা	৬	৯৭১	০
১৭	প্রোগ্রাম ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (পিসিডি)	৫	৬১৮	০
১৮	প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন সোসাইটি	৪	৩০৩	০
১৯	শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন	২	৩৭৮	০
২০	কারসা ফাউন্ডেশন	২	১৯৩	০
২১	সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এসডিআই)	১১	৫২৬	০
২২	মৌসুমী	৭	৭৬১	০
২৩	সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা	১০	৩৩৬	০
২৪	শতফুল বাংলাদেশ	২	৬০৮	০
২৫	সমাধান	২	৩২৫	০
২৬	আশ্রয়	৪	৩৬০	০
২৭	গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা	২	২৭৯	০
২৮	পরিবার উন্নয়ন সংস্থা	২	২৮৬	১
২৯	প্রত্যাশী	৫	২৭৪	০
৩০	গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক)	৪	৩০৭	০
৩১	এহেড সোশ্যাল অর্গানাইজেশন (এসো)	৩	২২৮	০
৩২	উন্নয়ন	৩	৩	০
৩৩	উন্নয়ন প্রচেষ্টা	২	১৯৪	০
৩৪	পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার	২	১৭২	০
৩৫	পল্লী প্রগতি সমিতি (পিপিএস)	১	১৪৩	০
৩৬	সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা (সাস)	২	১৯৯	০
	মোট	৩৫৬	৩৩১৭৬	২৫৩

উজ্জীবিত বাড়ির সাফল্য গাঁথা

গৃহ আঙ্গিনা

রাজশাহীর জেলার মোহনপুর উপজেলার মোছাঃ পারভীন আক্তার ২০১২ সালে 'শতফুল বাংলাদেশ' এর মৌগাছি শাখার মৌগাছি কাঠ গোলাপ সমিতির সদস্য হিসেবে ভর্তি হন। প্রথম দফায় চার হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে মুদির দোকান দেন। দ্বিতীয় দফায় আট হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে দুইটি মা ছাগল ক্রয় করেন। ক্রমান্বয়ে প্রয়োজন মাফিক ঋণ আদান প্রদান করতে থাকেন এবং স্বামী স্ত্রী মিলে সংসারের উন্নতির চেষ্টা করেন। ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় ৩০ দিনব্যাপী সেলাই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। সংস্থার ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্প সমন্বয়কারীর পরামর্শে বাড়িতে ছাগলের মাচা তৈরি করেন। নিজের আয় দিয়ে গাভী ক্রয় করেন। গরুর গোবর যাতে নষ্ট না হয়, প্রোগ্রাম অফিসার (টেকনিক্যাল) এর পরামর্শে বাড়িতে কেঁচো সারের খামার স্থাপন করেন। দেশি মুরগি পালনের জন্য দোতলা মুরগির ঘর তৈরি করেছেন। বর্তমানে তাঁর উৎপাদনশীল সম্পদের পরিমাণ হচ্ছে:- সেলাই মেশিন ১টি, ছাগল ১৮টি, গরু ৮টি, মুরগি ৫০টি এবং কেঁচো সার উৎপাদনে রিং রয়েছে ৪টি। বর্তমানে তাঁর ছাগলের খামার থেকে প্রতিবছর প্রায় ৪০ হাজার টাকার ছাগল বিক্রি করেন এবং সেলাই কাজ করে প্রতিমাসে গড়ে দুই হাজার টাকা আয় করেন। এখন তাঁর স্বপ্ন ছেলে-মেয়েকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে মানুষের মত মানুষ করা এবং একটি সুন্দর বাড়ি নির্মাণ করা।

উজ্জীবিত বাড়ি

শুধু বাড়ি নয়, বাড়িতে অভাব জয়

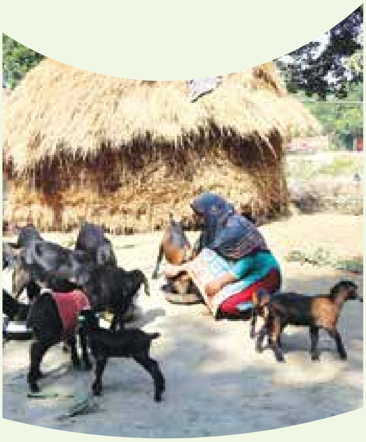

গৃহ আঙ্গিনা

সাথী বেগম জয়পুরহাট জেলার সদর উপজেলার শুকতাহার গ্রামের ভ্যান চালক মোজাম্মেল হোসেনের স্ত্রী। ২০১১ সালে সে এহেড সোশ্যাল অর্গানাইজেশন (এসো) এর শুকতাহার মহিলা উন্নয়ন সমিতিতে ভর্তি হয় এবং পাঁচ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে একটি ছাগল ও এক জোড়া কবুতর পালন করতে শুরু করেন। বছর বছর ঋণ নিয়ে চেষ্টা করেন বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের। সেই সাথে ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্প তাঁর উন্নয়ন যাত্রাকে ত্বরান্বিত করে। অন্যান্য সদস্যের তুলনায় তাঁর আর্থিক অবস্থা কিছুটা নাজুক হওয়ায় প্রকল্পের আওতায় তাঁকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। প্রকল্পের কারিগরি কর্মকর্তা প্রোগ্রাম অফিসার (টেকনিক্যাল) এবং সংস্থার ঋণ কর্মকর্তার পরামর্শে আধুনিক পদ্ধতিতে গরু, ছাগল, কবুতর, হাঁস, মুরগি পালন এবং নিজের বাড়িতে উৎপাদিত পরিবেশবান্ধব কেঁচো সার ব্যবহার করে সবজি চাষ শুরু করেন। উজ্জীবিত প্রকল্পের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ঘুরতে থাকে ভাগ্যের চাকা। বর্তমানে সাথীর বাড়িতে ২টি গরু, ৪টি ছাগল, ৮টি কবুতর, ১২টি হাঁস, ৩০টি মুরগি, ১৫ শতক সবজির জমি, ২টি কেঁচো সার উৎপাদনের চাড়ি রয়েছে। পারিবারিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি সবজি বিক্রি করে বাড়তি আয় করছেন। সবমিলিয়ে মাসে গড়ে প্রায় চার হাজার টাকা বাড়তি আয় করছেন। স্বামীকে চার্জার ভ্যান ক্রয় করে দিয়েছেন। বর্তমানে স্বামী সন্তানদের নিয়ে সুখে আছেন বলে জানান সাথী বেগম।

সাথী বেগম

উজ্জীবিত বাড়ির আয়ে সাবলম্বী

উজ্জীবিত বাড়িঃ

মাহেলার গৃহকোনে অভাব দূর

স্বামী, ২ ছেলে ও ২ মেয়ে নিয়ে টানাটানির সংসার মাহেলার। স্বামী মোঃ ছাইদার আলী কৃষি শ্রমিক। কাজের মৌসুমে একটু ভাল কাটলেও অমৌসুমে কিছুটা বিপদেই পড়তে হতো। পারিবারিক আয়বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ভর্তি হন ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি) এর সমিতিতে। ঋণ নিয়ে চেষ্টা করেন পরিবারের অভাব গোছাতে কিন্তু খুব একটা ভাল করছিলেন না। তাঁর আর্থিক অবস্থা নাজুক হওয়ায় ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় অনুদান প্রদানের জন্য নির্বাচন করা হয়। অনুদানের আট হাজার টাকা দিয়ে প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার (টেকনিক্যাল) এর পরামর্শে কবুতরের ঘর, দোতলা মুরগির ঘর, ছাগলের মাচা তৈরি এবং কেঁচো সারের খামার স্থাপন করেন। উৎপাদিত কেঁচো সার ব্যবহার করে বাড়ির আঙ্গিনায় বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ শুরু করেন। ধীরে ধীরে তাঁর বাড়িতে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের পরিধি বাড়তে থাকে। বর্তমানে তাঁর বাড়িতে ২টি গরু, ২টি ছাগল, ৮টি কবুতর, ৪টি হাঁস, ১১টি মুরগি, ৪ শতক সবজির জমি, ২টি কেঁচো উৎপাদন চাড়ি রয়েছে। পারিবারিক চাহিদা পূরণ করে বাড়তি সবজি বিক্রি করে নিয়মিত আয় করছেন। সবমিলিয়ে মাসে গড়ে প্রায় তিন হাজার টাকা বাড়তি আয় করছেন। বসতবাড়িতে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের বৈচিত্র্য আনয়নের ফলে পারিবারিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আর্থসামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বাড়ির টিউবওয়েলের গোড়া পাঁকা করেছেন, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন করেছেন, মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন, এক ছেলেকে বিয়ে করিয়েছেন এবং অন্য ছেলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে।

গৃহ আঙ্গিনা

আলেয়াঃ

পুষ্টি আয়ে বাসস্থান সাথে বাড়ছে সম্মান তাঁর

চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার আইলহাস ইউনিয়নের হোসেনপুর গ্রামের এক জীর্ণ কুটীরে আলেয়া বেগমের বাস। বাক প্রতিবন্ধি স্বামী ২ বছর আগে মারা যান। আলেয়া তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী। স্বামী প্রতিবন্ধি হওয়ায় প্রথম স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে যায়। আলেয়ার দুই মেয়ে এক ছেলে। স্বামীকে সহযোগিতার জন্য ২০০৮ সালে ওয়েভ ফাউন্ডেশনের চাঁদনী মহিলা সমিতিতে যুক্ত হন। সেখান থেকে পাঁচ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ছাগল ক্রয় করেন। পরবর্তীতে সঞ্চয়কৃত টাকা ও ঋণের টাকার সমন্বয়ে ১ বিঘা জমি বন্ধক নেন। দুজনে মিলে সবজি চাষ করেন। ২০১৪ সালে উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতাভুক্ত হয় সে। ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ পান। প্রশিক্ষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং উজ্জীবিত প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার (টেকনিক্যাল) এর পরামর্শে সে সবজি চাষ, গরু ও মুরগির পাশাপাশি ছাগল ও কবুতর পালনের সিদ্ধান্ত নেন। সংস্থা হতে সে পুণরায় ঋণ গ্রহণ করে সে একটি ছাগল ক্রয় করে এবং একটি গরু বর্গা নিয়ে পালন করতে শুরু করেন। বর্তমানে সে গরু-ছাগলের প্রাথমিক চিকিৎসা নিজেই দিতে পারে এবং তিন মাস পর পর গরু ছাগলকে কৃমিনাশক খাওয়ান। সে নিজে আনা পিপিআর এবং মুরগির রাণীক্ষেত রোগের টিকা দেন। বর্তমানে তাঁর ৩টি গরু, ৫টি ছাগল, ১৮টি মুরগি, ১০টি হাঁস ও ১২টি কবুতর রয়েছে এবং সবজি বাগানে নিয়মিত বিভিন্ন সবজি উৎপাদন করছেন। এছাড়া, বাড়ির আঙ্গিনায় রয়েছে সজিনা, নিম, পেঁপেঁসহ বিভিন্ন ফলের গাছ। বর্তমানে এসকল কর্মকাণ্ড থেকে তাঁর মাসিক গড় আয় প্রায় চার হাজার টাকা।

নড়াইল সদর উপজেলার শেখহাটি ইউনিয়নের মালিয়াট গ্রামের রিনা মিশ্র দুই মেয়ে এবং এক ছেলে নিয়ে সুখেই জীবনযাপন করতেন। দুর্ঘটনায় দিনমজুর স্বামী সুফল মিশ্র প্রতিবন্ধী হলে সংসারে কালোছায়া নেমে আসে। অন্যের বাড়িতে কাজ করে সংসার চালাতেন তিনি। তিনি ২০১৪ সালে জাগরনী চক্র ফাউন্ডেশন এর তুলারামপুর শাখায় বুনিয়াদ সদস্য হিসেবে ভর্তি হন। ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় তাঁকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ এবং অনুদান বাবদ আট হাজার টাকা প্রদান করা হয়। প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার (টেকনিক্যাল) এর পরামর্শে অনুদানের টাকা দিয়ে দোতলা মুরগির ঘর, কবুতরের ঘর, কেঁচো সারের উৎপাদন খামার এবং গরুর ঘর মেরামত করে দেয়া হয়। বর্তমানে রিনার ২টি গরু, ২৬টি হাঁস/মুরগি, ১৬টি কবুতর, কেঁচো সার উৎপাদনের জন্য ৫টি রিং এবং ৪ শতাংশ পুকুরে মাছ রয়েছে। এছাড়া রিনা বসতবাড়িতে বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ করেন। পঞ্চাশ হাজার টাকায় বন্ধককৃত ২৫ শতক আবাদি জমিতে চাষাবাদ করেন। প্রকল্পের শুরুর দিকে আয়বর্ধনমূলক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে রিনার সংশ্লিষ্টতা ছিলা বললেই চলে। অথচ বর্তমানে প্রায় ৭ ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে তিনি সরাসরি যুক্ত এবং এ সকল কাজ থেকে তিনি মাসে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা আয় করেন। এভাবে পরিবারে স্বচ্ছলতা নিয়ে এসে রিনা এখন স্বাবলম্বী।

উজ্জীবিত বাড়ি

রিনার পরিবর্তন দিশারী

গৃহ আঙ্গিনা

নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলার চরাঞ্চলের একজন সংগ্রামী মহিলা জাহানারা বেগম। স্বামী আবুল হোসেন, তিন ছেলে ও চার মেয়েসহ মোট দশ জন সদস্য নিয়ে তাঁর সংসার। স্বামী কৃষি কাজ করেন। সংসারের উন্নতির জন্য সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার সমিতিতে ভর্তি হন। ২০১৪ সালে প্রকল্পের শুরুতে দশ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে হাঁস-মুরগি পালন শুরু করেন। প্রথমবার লাভ করায় আগ্রহ বেড়ে যায়। পরবর্তীতে ২০১৫ সালে তিনি সংস্থা থেকে চল্লিশ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে গাভী পালন শুরু করেন। পরবর্তীতে কবুতর পালন শুরু করেন। এইভাবে চলতে থাকে উন্নয়নের পথচলা। বসতবাড়ির প্রতিটি জায়গা খুব সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়েছেন। নিয়মিত সবজি চাষ করেন, বাড়িতে কেঁচো সারের খামার স্থাপন করেছেন, পুকুরে মাছ করেন, মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন করেন। শূন্য থেকে শুরু করে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে জাহানারা বেগম তাঁর জীবনে সাফল্য অর্জন করেন। ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার (টেকনিক্যাল) এর সার্বক্ষনিক পরামর্শ এবং সহযোগিতায় একের পর এক উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি সফলতা অর্জন করেন। বর্তমানে প্রতিদিন প্রায় ১০ লিটার দুধ বিক্রি করেন, হাঁস, মুরগি, সবজি, ফল ইত্যাদি থেকে মাসিক প্রায় দুই হাজার টাকা আয় করেন। জাহানারা বেগমের স্বপ্ন তাঁর এই কর্মকাণ্ডকে বিশদভাবে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং একটি বড় খামার স্থাপন করা।

জাহানারা বেগম

দিন বদলে উজ্জীবিত বাড়ি

চ্যালেঞ্জসমূহ

- জনবলের অভাবে নিয়মিত ফলোআপ নিশ্চিত করতে না পারা
  - সদস্যদের মধ্যে সচেতনতার অভাব
- পরিশ্রম করতে না চাওয়া
  - ছেলেমেয়েদেরকে সম্পৃক্ত না করা
- বাজেট বরাদ্দ অপ্রতুল
  - প্রাকৃতিক দুর্যোগ

সুপারিশমালা

- পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ প্রদান
  - প্রত্যেক সদস্যের জন্য আলাদা পরিকল্পনা প্রণয়ন
- সদস্যদের উৎসাহমূলক প্রণোদনা প্রদান
  - সফল খামারীকে পুরষ্কৃত করা
- উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ কাম প্রশিক্ষণ প্রদান

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন

পিকেএসএফ ভবন:ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা ১২১৭, বাংলাদেশ
টেলিফোন নং ৮৮০-২-৮১৮১৬৬৪-৬৮ ফ্যাক্স নং ৮৮০-২-৮১৮১৬৭৮
ই-মেইল: pksf@pksf-bd.org
ওয়েবসাইট: www.pksf-bd.org
ফেসবুক: www.facebook.com/PKSF.org